উপযোগ
Utility

৫

ভূমিকা
Introduction

উপযোগ ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণের একটি অন্যতম বিষয়। একজন ভোক্তা দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতার সাথে কেমন আচরন করে তা মূলত উপযোগ বিশ্লেষণ হতে জানা যায়। আমরা জানি দ্রব্যের মূল্য সাধারণত তার যোগানের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। দ্রব্যের মূল্য উপযোগের উপর নির্ভরশীল। একটি দ্রব্যের মূল্য কত হবে তা মূলত নির্ভর করে ঐ দ্রব্য থেকে কী পরিমাণ উপযোগ পাওয়া যায় তার উপর। এই ইউনিটে উপযোগ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভোক্তার আচরণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একজন ব্যবস্থাপক তথা একজন ভোক্তা বা ক্রেতা বা একজন যুক্তিশীল নাগরিক হিসেবে উপযোগ তত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ দিন

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৫.১ : উপযোগ ও উপযোগের প্রকারভেদ
পাঠ ৫.২ : উপযোগ বিধি
পাঠ ৫.৩ : সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি

মূখ্য শব্দ	উপযোগ, প্রান্তিক উপযোগ, উপযোগ বিধি, সমপ্রান্তিক উপযোগ ইত্যাদি।

পাঠ-৫.১ উপযোগ ও উপযোগের সংজ্ঞা
Utility and Definition of Utility

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উপযোগের সংজ্ঞা জানতে পারবেন;
- মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

উপযোগের সংজ্ঞা
Definition of Utility

উপযোগ বলতে সাধারণত কোনো দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত তৃপ্তির পরিমাণকে বোঝায়। কিন্তু, অর্থনীতিতে উপযোগ শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থনীতিতে উপযোগ বলতে অভাব পূরণের ক্ষমতাকে বোঝায়। যে বস্তুর মধ্যে অভাব পূরণের ক্ষমতা রয়েছে তার উপযোগীতা রয়েছে বলা যাবে। উদাহরণসরূপ বলা যায়, একজন ব্যক্তির পিপাসা পেলে সে যদি এক গ্লাস পানি পান করে তবে তার পিপাসা লাঘব হবে। কারণ, পানির মধ্যে পিপাসা লাঘব করার ক্ষমতা রয়েছে। অর্থাৎ পানির উপযোগ রয়েছে। উপযোগ একটি মানসিক ধারণা। একটি নির্দিষ্ট দ্রব্যের উপযোগ এক এক ব্যক্তির নিকট এক এক রকম হতে পারে। যেমন, একটি সিগারেটের যথেষ্ট উপযোগ থাকতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি সিগারেট খায় না তার কাছে সিগারেটের কোনো উপযোগ নাই।

অর্থনীতিবিদ মেয়ার্স বলেছেন, " উপযোগ হচ্ছে কোনো দ্রব্যের বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা যা মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে।"

উপযোগের বৈশিষ্ট্য

উপযোগের কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন-

- উপযোগ একটি মানসিক ধারণা। একজন ভোক্তা কোনো দ্রব্য থেকে যে পরিমাণ তৃপ্তি পেয়ে থাকে তা কোনো কিছু দিয়ে পরিমাপ করা অসম্ভব। কারণ এটি অনুভব এবং উপলব্ধির বিষয়।
- একই দ্রব্যের উপযোগ স্থান, কাল, পাত্রভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন, গ্রীষ্মকালে আইসক্রীম এর উপযোগ যতটা হয় শীতকালে তা হয় না।
- উপযোগ ব্যক্তির রুচি, অভ্যাস ও আয়ের উপর নির্ভরশীল।
- কোনো দ্রব্যের ভোগ ক্রমাগত বাড়তে থাকলে তার উপযোগ হ্রাস পায়।

উপযোগের প্রকারভেদ

পরিমাণের দিক থেকে উপযোগ তিন ধরণের। যথা-মোট উপযোগ, প্রান্তিক উপযোগ এবং গড় উপযোগ।নিম্নে এগুলো উদাহরনসহ আলোচনা করা হলো-

১) **মোট উপযোগ:** একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টি হলো মোট উপযোগ। উপযোগ যদিও একটি মানসিক ধারণা তথাপি অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল উপযোগকে সংখ্যাসূচক পদ্ধতির মাধ্যমে পরিমাপ করেছেন। তাই, মোট উপযোগ বিশ্লেষণে আমরা এখানে সংখ্যার মাধ্যমে উপযোগ পরিমাপ করব। ধরা যাক, একজন ভোক্তা ৫টি আপেল ক্রয় করে এবং ক্রমাগত ভোগ করে। এক্ষেত্রে সে ১ম আপেল হতে ১০ একক, ২য় আপেল হতে ০৮ একক, ৩য় আপেল হতে ০৬ একক, ৪র্থ আপেল হতে ০৪ একক এবং ৫ম আপেল হতে ০২ একক উপযোগ লাভ করে। এখানে ভোক্তা ০৫ টি আপেল হতে মোট ৩০ একক উপযোগ (১০ একক+০৮ একক+০৬ একক+০৪ একক+০২ একক) পেয়েছে। এই৩০ একক উপযোগ হলো মোট উপযোগ। উল্লেখ্য, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দ্রব্যের বিভিন্ন একক ভোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে মোট উপযোগ বৃদ্ধি পায় তবে তা ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়।

২) **প্রান্তিক উপয়োগ:** কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগ হলো প্রান্তিক উপযোগ। অন্য ভাবে বললে কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক ভোগ বৃদ্ধির ফলে মোট উপযোগে যে পরিবর্তন আসে তাকে প্রন্তিক উপযোগ বলে। সেই অতিরিক্ত একক স্থুলও হতে পারে আবার অতি ক্ষুদ্রও হতে পারে। কোনো দ্রব্য ভোগের পরিবর্তন দিয়ে মোট উপযোগের পরিবর্তনকে ভাগ করলে পাওয়া যায় প্রান্তিক উপযোগ। সূত্রের মাধ্যমে প্রান্তিক উপযোগকে নিম্নোক্তভাবে লিখা যায়-

$$MU= \Delta TU/\Delta Q$$

যেখানে, MU=প্রান্তিক উপযোগ;

ΔTU= মোট উপযোগের পরিবর্তন

ΔQ= দ্রব্য ভোগের পরিবর্তন

মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের সম্পর্ক

আমরাজানি, একজন ভোক্তা একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দ্রব্যের বিভিন্ন একক ভোগ করলে যে বিভিন্ন উপযোগ বা তৃপ্তি পায় তাদের সমষ্টি হলো মোট উপযোগ বা Total Utility (TU) । অন্য দিকে কোনো ভোক্তা একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক ভোগের ফলে অতিরিক্ত যে উপযোগ বা তৃপ্তি পায় তাকে প্রান্তিক উপযোগ বা Marginal Utility (MU) বলে।

নিম্নে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের সম্পর্ক একটি কাল্পনিক উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো হলো-

দ্রব্যের পরিমাণ(Q) এককে	মোট উপযোগ (TU)	প্রান্তিক উপযোগ (MU)
১	১০	১০
২	১৮	৮
৩	২৪	৬
৪	২৮	৪
৫	৩০	২
৬	৩০	০
৭	২৮	-২

ছক ৫.১.১: মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ সূচি

উপরের ৫.১.১ ছকে দেখা যাচ্ছে, দ্রব্যের একক ১ থেকে ৫ একক পর্যন্ত মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। ৬ এককের ক্ষেত্রে মোট উপযোগ সর্বোচ্চ (৩০) হয়। ফলে প্রান্তিক উপযোগ ০ (শূণ্য) হয়। তারপরও দ্রব্যের ভোগ আরও বাড়লে অর্থাৎ ৭ এককের ক্ষেত্রে মোট উপযোগ কমতে থাকে অর্থাৎ ৭ একক ভোগের ফলে ভোক্তার উপযোগ পাওয়ার পরিবর্তে ক্ষতি হয়। ফলে তার মোট উপযোগ কমে ২৮ একক হয় এবং এতে প্রান্তক উপযোগ ঋণাত্মক হয় (-২) ।

মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের সম্পর্ক চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে সেই সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো-

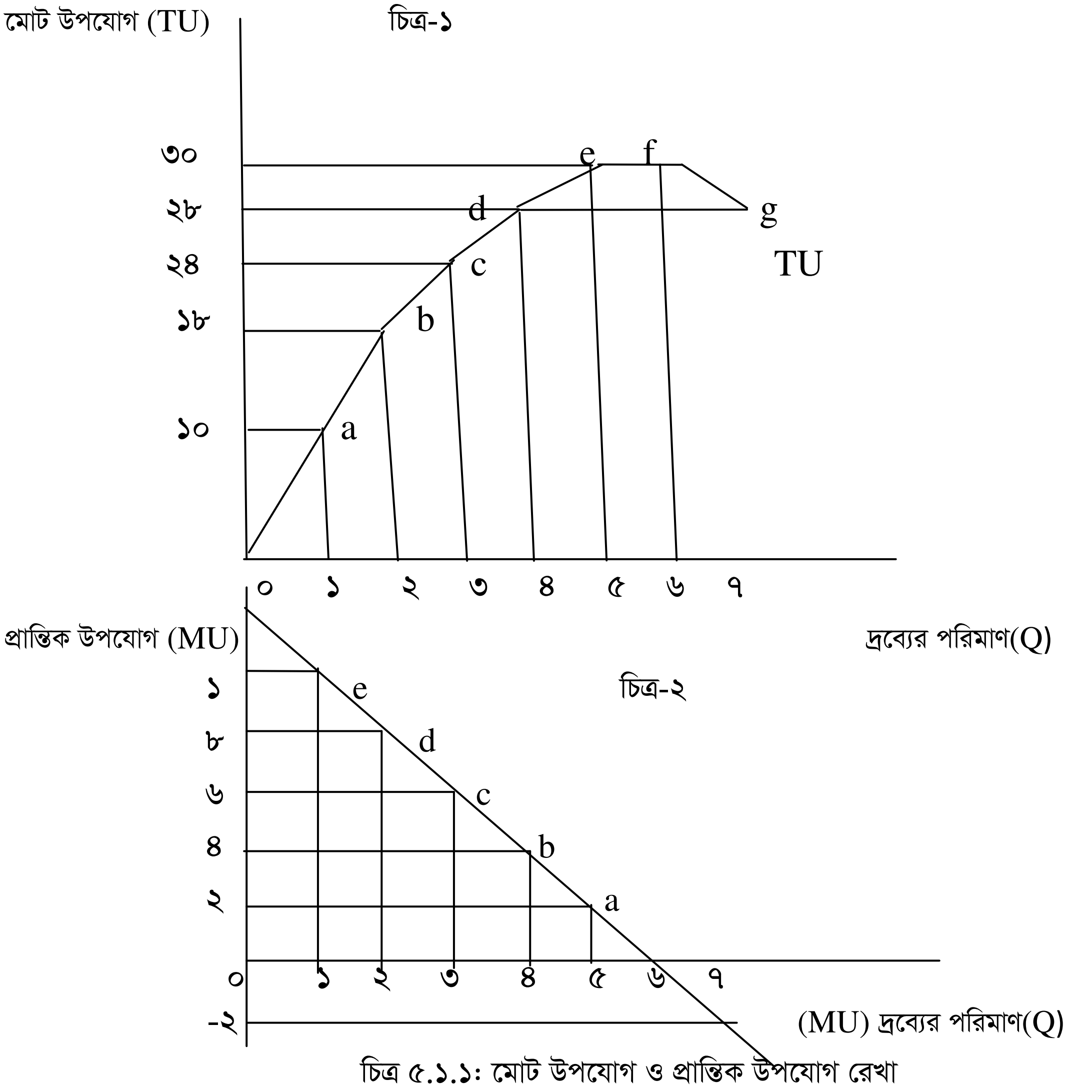

চিত্র ৫.১.১: মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ রেখা

উপরের ৫.১.১ চিত্রে লক্ষনীয় যে, চিত্র-১ তে ভূমি অক্ষে দ্রব্যের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে মোট উপযোগ নির্দেশ করা হয়েছে। চিত্র-২ তে ভূমি অক্ষে দ্রব্যের পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশিত। চিত্র দুটি পূর্বে উল্লিখিত উপযোগ সূচি অনুযায়ী অংকন করা হয়েছে। চিত্র দুটি বিশ্লেষণ করলে মোট উপযোগ এবং প্রান্তিক উপযোগের নিম্ন লিখিত সম্পর্ক পরিণক্ষিত হয়-

- দ্রব্যের ভোগ ক্রমাগত বৃদ্ধি করলে মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায় এবং প্রান্তিক উপযোগ কমতে থাকে;
- মোট উপযোগ ততক্ষন বৃদ্ধি পায় যতক্ষন প্রন্তিক উপযোগ শূন্য হয়। মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়;
- প্রান্তিক উপযোগ শূণ্য হওয়ার পর যদি দ্রব্য ভোগ আরও বাড়ে তবে মোট উপযোগ কমতে থাকে, তখন প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়। যেমন, উপরের চিত্রানুযায়ী ৭ম একক ভোগের ক্ষেত্রে ভোক্তার প্রান্তিক উপযোগ ঋনাত্মক হয়।

সুতরাং, বলা যায় মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ পরস্পর ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত।

সারসংক্ষেপ:

অর্থনীতিতে উপযোগ বলতে অভাব পূরণের ক্ষমতাকে বোঝায়। যে বস্তুর মধ্যে অভাব পূরণের ক্ষমতা রয়েছে তার উপযোগীতা রয়েছে বলা যাবে। একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টি হলো মোট উপযোগ। কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগ হলো প্রান্তিক উপযোগ।

পাঠ-৫.২ উপযোগ বিধি
Law of Utility

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বর্ণনা করতে পারবেন;
- ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির ব্যতিক্রমসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;

উপযোগ বিধি
Law of Utility

দ্রব্যের অভাব পূরণের ক্ষমতা বা উপযোগের উপর চাহিদার বাস্তবায়ন নির্ভর করে। কিন্তু, উপযোগ একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়।

দ্রব্যের দামের সাথে এই মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের সঙ্গতি বিধান করে ভোক্তার আচরন বিশ্লেষণ সম্ভব বলে অধ্যাপক মার্শাল মনে করেন। ভোক্তার আচরন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি তিনটি অনুসিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। যথা-

১. উপযোগ সংখ্যাগতভাবে পরিমাপযোগ্য
২. অর্থের প্রান্তিক উপযোগের স্থিরতা
৩. ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি

নিম্নে এই অনুসিদ্ধান্তসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. উপযোগ সংখ্যাগতভাবে পরিমাপযোগ্য

সংখ্যাসূচক উপযোগ পদ্ধতিতে উপযোগকে বিভিন্ন সংখ্যার মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়। উপযোগ যদিও একটি মানসিক ধারণা তথাপি অধ্যাপক মার্শাল দ্রব্যের প্রতি ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণের জন্য উপযোগ পরিমাপ সম্ভব বলে মনে করেন। তার মতে, একটি নির্দিষ্ট দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে ভোক্তা কী পরিমাণ উপযোগ লাভ করে তা পরিমাণগত সংখ্যা দ্বারা প্রক্শ করা যায়। পরিমাণগত সংখ্যা হলো ১,২,৩,৪,৫....ইত্যাদি। ধরাযাক কোনো ভোক্তা দ্রব্যের ১ম একক থেকে ১০ একক, ২য় একক থেকে ৮ একক এবং ৩য় একক থেকে ৬ একক উপযোগ লাভ করে । এক্ষেত্রে তার মোট উপযোগ হলো ২৪ একক (১০+৮+৬)।

এভাবে উপযোগকে পরিমাণগত দিক থেকে পরিমাপ করে তৃপ্তি বা উপযোগের অবস্থা জানা সম্ভব। সাথে সাথে অন্যান্য ভোক্তার প্রাপ্ত উপযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট ভোক্তার উপযোগের তুলনা করা সম্ভব।

২. অর্থের প্রান্তিক উপযোগের স্থিরতা

অর্থের প্রান্তিক উপযোগকে স্থির বলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত যুক্তি দেখানো হয়েছে-

- অর্থের নিজস্ব মূল্য অপরিবর্তিত। মার্শাল অর্থের প্রান্তিক উপযোগকে অর্থের মাধ্যমে পরিমাপ করেছেন। এই পরিমাপ তখনই সম্ভব হবে যখন অর্থের প্রান্তিক উপযোগ স্থির থাকে। আরেকটু স্পস্টভাবে বললে, ক্রেতা দ্রব্য ক্রয় করার সময় অর্থের প্রান্তিক উপযোগের কোনো পরিবর্তন হওয়া যাবে না।
- মূল্যের পরিবর্তনের ফলে প্রকৃত আয়ের পরিবর্তন হলেও অর্থের প্রান্তিক উপযোগ স্থির থাকে। যেমন, দ্রব্যের দাম কমলে ভোক্তার প্রকৃত আয় বাড়ে। আর প্রকৃত আয় বাড়লে অর্থের প্রান্তিক উপযোগ কমে যাওয়ার কথা। কিন্তু মার্শাল এই অবস্থাটিকে অস্বীকার করেন। তার মতে, ভোক্তা তার আয়ের একটি ক্ষুদ্র অংশ একটি দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যয় করে । তাই দামের পরিবর্তনের ফলে প্রকৃত আয়ের উপর খুব একটা পরিবর্তন হয় না বলে মার্শাল মনে করেন।
- মার্শাল অর্থের প্রান্তিক উপযোগের স্থিরতার দ্বারা আয় প্রভাবকে অস্বীকার করেন।

৩. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি

এই বিধি অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো ভোক্তা একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক ক্রমাগত ভোগ করলে তার মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায় এবং প্রান্তিক উপযোগ কমতে থাকে। ভোক্তার আচরন তথা চাহিদা তত্ত্ব বিশ্লেষণের ভিত্তি হিসাবে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি ভুমিকা রাখে। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির মাধ্যমে প্রান্তিক উপযোগ ও চাহিদার সম্পর্ক বিশ্লেষণ সম্ভব।

উপযোগ বিধি তথা ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি

ভোক্তার অভাব অসীম। কিন্তু, একটি নির্দিষ্ট দ্রব্যের অভাব পূরণ করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। আর এজন্যই ভোক্তা একটি দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ যতই বাড়ায় তার প্রান্তিক উপযোগ ভোক্তার নিকট কমতে থাকে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ আলফ্রেড মার্শাল ১৮৯০ সালে এই বিধির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

বিধিটির মূলবক্তব্য

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একজন ভোক্তা একটি দ্রব্য ক্রমাগত ভোগ করলে তার মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে ব্রদ্ধি পায় এবং প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ:হ্রাস পায়।

তত্ত্বটির অনুমিত শর্ত

মার্শালের ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি নিম্নলিখিত অনুমিতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত-

১. একটি নির্দিষ্ট সময় বিবেচিত
২. ভোক্তার আয় ও রুচি-পছন্দ অপরিবর্তিত থাকবে
৩. উপযোগ অর্থের মাধ্যমে পরিমাপ সম্ভব
৪. অর্থের প্রান্তিক উপযোগ স্থির
৫. দ্রব্যের প্রতিটি একক সমজাতীয়
৬. উপযোগের সংখ্যাগত পরিমাপ সম্ভব
৭. ভোক্তা যুক্তিশীল

বিশ্লেষণ

অধ্যাপক মার্শালের মতে, কোনো বিশেষ দ্রব্যের মজুদ বৃদ্ধির ফলে কোনো ব্যক্তি যে উপযোগ লাভ করে তা ঐ দ্রব্যের মজুদ বৃদ্ধির সাথে হ্রাস পায়। নিম্নলিখিত সূচি ও চিত্রের মাধ্যমে বিধিটি ব্যাখ্যা করা হলো-

দ্রব্যের পরিমাণ(Q) এককে	মোট উপযোগ(TU)	প্রান্তিক উপযোগ(MU)
১	১০	১০
২	১৮	৮
৩	২৪	৬
৪	২৮	৪
৫	৩০	২
৬	৩০	০
৭	২৮	-২

উপরের টেবিলে দেখা যাচ্ছে, দ্রব্যের একক ১ থেকে ৫ একক পর্যন্ত মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। এটিই মূলত: ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি। ৬ এককের ক্ষেত্রে মোট উপযোগ সর্বোচ্চ (৩০) হয়। ফলে প্রান্তিক উপযোগ ০ (শূণ্য) হয়। তারপরও দ্রব্যের ভোগ আরও বাড়লে অর্থাৎ ৭ এককের ক্ষেত্রে

মোট উপযোগ কমতে থাকে অর্থাৎ ৭ একক ভোগের ফলে ভোক্তার উপযোগ পাওয়ার পরিবর্তে ক্ষতি হয়। ফলে তার মোট উপযোগ কমে ২৮ একক হয় এবং এতে প্রান্তক উপযোগ ঋণাত্মক হয় (-২) ।

ক্রমহ্রাসমান প্রন্তিক উপযোগ বিধিটি চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে বিধিটি ব্যাখ্যা করা হলো-

মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের সম্পর্ক চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে সেই সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো-

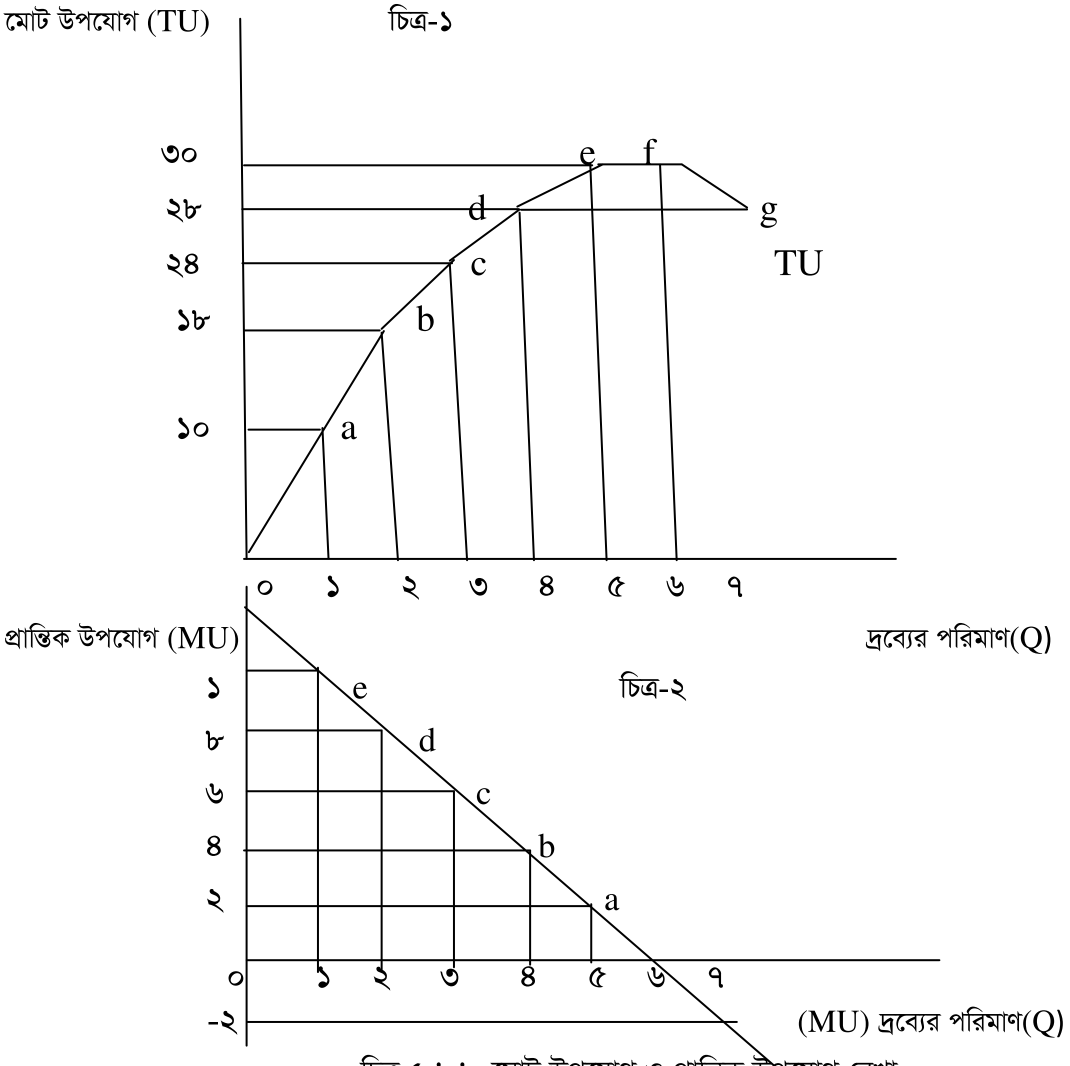

চিত্র ৫.১.১: মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ রেখা

উপরের ৫.১.২ চিত্রে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, চিত্র-১ এ মোট উপযোগ রেখায় ১ থেকে ৫ একক পর্যন্ত ভোক্তার মোট উপযোগ বাড়ছে কিন্তু তা ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ছে। অর্থাৎ উপযোগ ১০ থেকে ২০, ২০ থেকে ৩০ এবং ৩০ থেকে ৪০ এভাবে না বেড়ে বরং ১০ থেকে ১৮, ১৮ থেকে ২৪ এবং ২৪ থেকে ২৮ এভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট উপযোগের এই বৃদ্ধি ক্রমহ্রাসমান। সাথে সাথে নিচের চিত্র-২ এ দেখা যাচ্ছে দ্রব্য ভোগ বৃদ্ধির সাথে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ: হ্রাস পাচ্ছে। এটিই ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি।

বিধিটির সীমাবদ্ধতা/ ব্যতিক্রম

তত্ত্বটির অনুমিত শর্তসমূহ পরিবর্তিত হলে তত্ত্বটি তার কার্যকারিতা হারায়। যেমন-

১. দ্রব্যের একক যথার্থ না হলে এ বিধি কার্যকর হবে না।

২. ভোক্তার রুচির অনুকূল পরিবর্তন হলে অতিরিক্ত একক ভোগের ফলে উপযোগ হ্রাস না পেয়ে বৃদ্ধি পেতে পারে।

৩. দ্রব্যের বিভিন্ন একক ভোগের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান বেশি হলে এ বিধি কার্যকর হবে না।

৪. ভোক্তার আচরণ স্বাভাবিক না হলে এ বিধি কার্যকর হবে না।

৫. শখের দ্রব্য যেমন- পুরাতন মুদ্রা, ডাকটিকেট ইত্যাদিও ক্ষেত্রে কখনো হ্রাস পায় না।

সারসংক্ষেপ:

একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো ভোক্তা একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক ক্রমাগত ভোগ করলে তার মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায় এবং প্রান্তিক উপযোগ কমতে থাকে। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির মাধ্যমে প্রান্তিক উপযোগ ও চাহিদার সম্পর্ক বিশ্লেষণ সম্ভব।

পাঠ-৫.৩ সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি
Law of Equimarginal Utility

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধিটি বর্ণনা করতে পারবেন;
- সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধির সমালোচনা করতে পারবেন;

সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি
Law of Equimarginal Utility

আমরা জানি, ভোক্তার আয় সীমাবদ্ধ। সেই সীমাবদ্ধ আয় ভোক্তা বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয়ে এমনভাবে বন্টন করে যাতে তার উপযোগ সর্বাধিক হয়। সর্বাধিক উপযোগ অবস্থা বা ভারসাম্যাবস্থা নির্ধারণের জন্য অধ্যাপক মার্শাল সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধির প্রবর্তন করেন। এই বিধিটি পরিবর্তনীয়তার নীতি হিসেবেও পরিচিত। ভোক্তা তার নির্দিষ্ট বাজেট দিয়ে কোনো দ্রব্য কম পরিমাণে এবং কোনো দ্রব্য বেশি পরিমাণে ক্রয় করে তার মোট উপযোগ সর্বোচ্চ করার চেষ্টা করে। সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধিটি মূলত: ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি থেকে উদ্ভুত।

তত্ত্বটির অনুমিত শর্ত

সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধিটি নিম্নলিখিত অনুমিত শর্তের উপর প্রতিষ্ঠিত:

১. ভোক্তার ব্যয়যোগ্য আয় সীমাবদ্ধ
২. আয় বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে বন্টন সম্ভব
৩. দ্রব্যের মূল্য প্রদত্ত
৪. নির্দিষ্ট সময়ে ভোক্তার অভাব অপরিবর্তিত
৫. ভোক্তার আচরণ যুক্তিশীল

অধ্যাপক মার্শাল তার ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিতে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন এককের ক্ষেত্রে ভোক্তার আচরণ ব্যাখ্যা করেছেন। আর সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধিতে একাধিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভোক্তার আচরণ ব্যাখ্যা করেছেন। এই বিধি অনুযায়ী ভোক্তা কোনো দ্রব্যের সেই পরিমান ক্রয় করবে যেখানে তার প্রান্তিক উপযোগ ও দাম পরস্পর সমান হয়।

তত্ত্বটির ব্যাখ্যা

আমরা জানি কোনো দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগকে সেই দ্রব্যের দাম দিয়ে ভাগ করলে ব্যয়িত অর্থের প্রান্তিক উপযোগ পাওয়া যায়। যদি দুটি দ্রব্য বিবেচিত হয় , তবে ভোক্তা বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে এমন ভাবে অর্থ বন্টন করে যাতে প্রত্যেক দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ও দামের অনুপাত পরস্পর সমান হয়। সাথে সাথে তা আবার ব্যয়িত অর্থেও প্রান্তিক উপরযোগের সমান হয়। আর এই সমতাস্থলেই নির্ধারিত হয় ভোক্তার ভারসাম্য।

সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি অনুযায়ী ভারসাম্য শর্ত:

$$\frac{MUx}{Px} = \frac{MUy}{Py} = \lambda\,(MUm)$$

এখানে,

MUx = x দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ; Px = x দ্রব্যের দাম

MUy = y দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ; Py = y দ্রব্যের দাম; λ (MUm)= অর্থের প্রান্তিক উপযোগ

নিম্নের ছকের মাধ্যমে সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধিটি ব্যাখ্যা করা হলো:

দ্রব্যের একক	MUx	MUy	MUx/Px	MUy/Py
১	২৫	২৪	৫	৬
২	২০	২০	৪	৫
৩	১৫	১৬	৩	৪
৪	১০	১২	২	৩
৫	৫	৮	১	২

উপরের ছকে দ্রব্যের একক বাড়ানোর সাথে সাথে x ও y প্রান্তিক উপযোগ কমে আসে। ছক অনুযায়ী প্রতি একক x দ্রব্যের দাম ৫ টাকা এবং প্রতি একক y দ্রব্যের দাম ৪ টাকা ধরা হয়েছে। এখানে অর্থের প্রান্তিক উপযোগ স্থির ধরা হয়েছে (১ টাকা = ৪ ইউটিল)। ছক অনুযায়ী ভোক্তা x দ্রব্যের ২ একক ক্রয় করলে MUx/Px = 4 এবং MUy/Py = 4 হয়। অর্থাৎ ভারসাম্যের শর্ত পালিত হয়। এক্ষেত্রে ভোক্তা ভারসাম্যে উপনীত হয়। নিম্নে চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো:

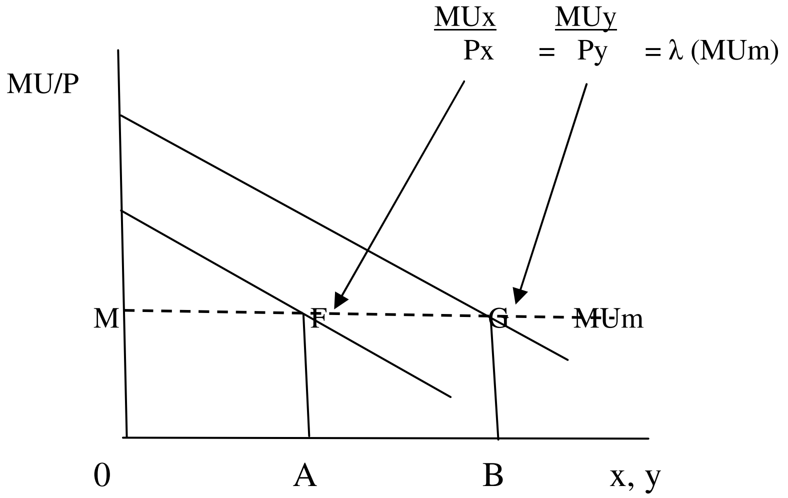

চিত্র ৫.৩.১: সমপ্রান্তিক উপযোগ

উপরের ৫.১.৩ চিত্রে ভূমি অক্ষে দ্রব্যের একক এবং লম্ব অক্ষে অর্থের প্রান্তিক উপযোগ এবং MU/P প্রকাশ করা হয়। ধরা যাক, অর্থের প্রান্তিক উপযোগ OM । এখন x দ্রব্যের OA এবং y দ্রব্যের OB পরিমাণ ক্রয় করলে উভয় দ্রব্যের জন্য প্রান্তিক উপযোগ ও দামের অনুপাত যথাক্রমে FA ও GB হবে। এই অনুপাত আবার অর্থের প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়।

এতে ভোক্তা ভারসাম্য লাভ করে এবং সর্বোচ্চ উপযোগ পায়।

তত্ত্বটির সমালোচনা

সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধিটির কতগুলো ব্যতিক্রম আছে। সেগুলো নিম্নলিখিতভাবে সমালোচনা থেকে অনুধাবন করা যায়:

১. এই তত্ত্বে উপযোগকে অর্থ দ্বারা পরিমাপ করা হয়। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে উপযোগ একটি মানসিক বিষয় যা অর্থ দ্বারা পরিমাপ করা ঠিক নয়।
২. যে সকল দ্রব্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভাজ্য নয় সেগুলোর ক্ষেত্রে তত্ত্বটি প্রযোজ্য নয়। কারণ দ্রব্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভাজ্য না হলে তাদের মধ্যে পরিবর্তনীয়তা সম্ভব নয়।
৩. বিধিটি ভোক্তার যুক্তিপূর্ণ আচরণের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু, বাস্তবে ভোক্তা অনেক সময় আবেগ, অনুভূতি, প্রচার ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়।
৪. দ্রব্যের মূল্য নির্দিষ্ট থাকলেই কেবল এই তত্ত্বটি প্রযোজ্য হবে। কিন্তু, দ্রব্যমূল্য অনেক সময় উঠানামা করে।

এভাবে সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধিটি ব্যাখ্যা করা যায়।

সারসংক্ষেপ:

যদি দুটি দ্রব্য বিবেচিত হয় , তবে ভোক্তা বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে এমন ভাবে অর্থ বন্টন করে যাতে প্রত্যেক দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ও দামের অনুপাত পরস্পর সমান হয়। সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধিটি মূলত: ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি থেকে উদ্ভুত। এই বিধিটি পরিবর্তনীয়তার নীতি হিসেবেও পরিচিত।

ইউনিট মূল্যায়ন

১। উপযোগের সংজ্ঞা দিন। উপযোগের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।

২। মোট উপযোগ এবং প্রান্তিক উপযোগের সংজ্ঞা ও পার্থক্য আলোচনা করুন।

৩। ব্যতিক্রমসহ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি আলোচনা করুন।

৪। সমালোচনাসহ সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধিটি আলোচনা করুন।

৫। উপযোগের সংখ্যাগত পরিমাপ কী?

৬। অর্থের প্রান্তিক উপযোগের স্থিরতা বলতে কি বুঝায়?